রাজার অসুখ

সুকুমার রায়







সুকুমার রায়

রাজার অসুখ

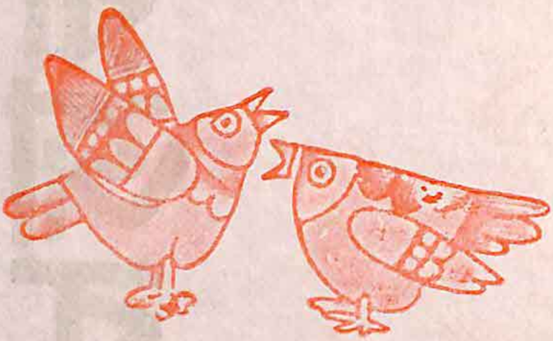


দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা

প্রথম প্রকাশ □
২৫ বৈশাখ ১৩৮৯

দ্বিতীয় মুদ্রণ □
অক্টোবর ১৯৮৮
আশ্বিন ১৩৯৫
তৃতীয় মুদ্রণ □
ডিসেম্বর, ১৯৮৯
অগ্রহায়ণ ১৩৯৬

প্রকাশনা □
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩



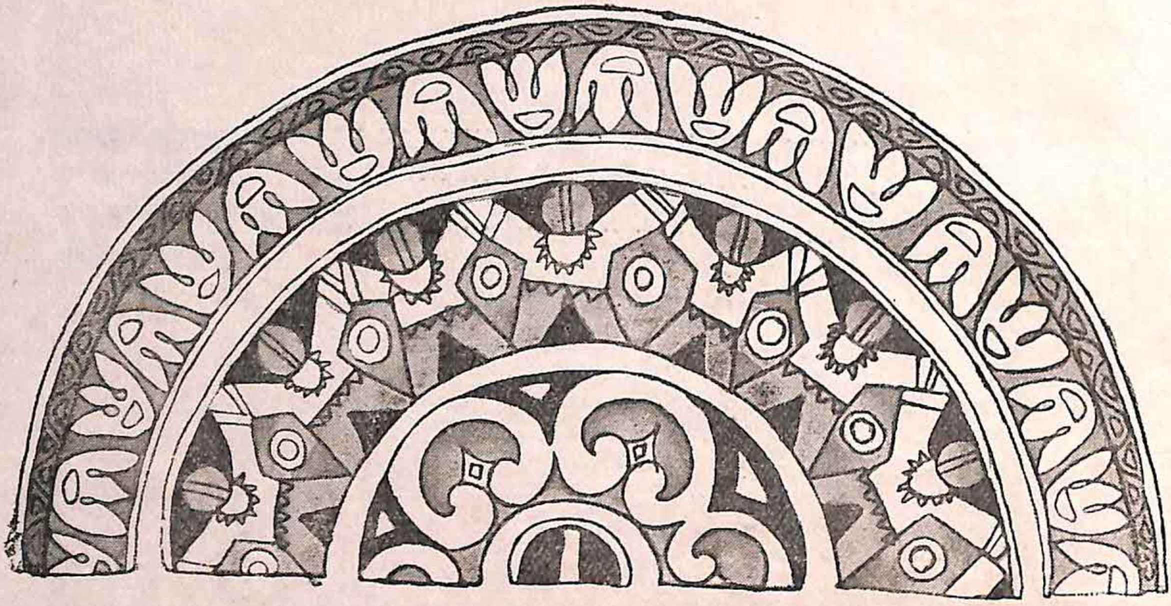
মুদ্রণ □
শ্রীপরেশনাথ পান
ইন্দ্রলেখা প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৬



প্রচ্ছদ ও অলংকরণ □
শ্রীধীরেন শাসমল

দাম : কাগজে বাঁধাই □ সাত টাকা
বোর্ড বাঁধাই □ আট টাকা







পাতায় পাতায়





দুই বন্ধু

এক ছিল মহাজন, আর এক ছিল সওদাগর। দুজনে ভারি ভাব। একদিন মহাজন এক থলি মোহর নিয়ে তার বন্ধুকে বলল, "ভাই, ক'দিনের জন্য শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি ; আমার কিছু টাকা তোমার কাছে রাখতে পারবে ?"

সওদাগর বলল, "পারব না কেন ? তবে কি জানো, পরের টাকা হাতে রাখা আমি পছন্দ করি না। তুমি বন্ধু মানুষ তোমাকে আর বলবার কী আছে, আমার ঐ সিন্দুকটি খুলে তুমি নিজেই তার মধ্যে তোমার টাকাটা রেখে দাও—আমি ও টাকা ছোঁব না।"

তখন মহাজন তার থলে ভরা মোহর সেই সওদাগরের সিন্দুকের মধ্যে রেখে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি গেল।

এদিকে হয়েছে কি, বন্ধু যাওয়ার পরেই সওদাগরের মনটা কেমন উস্‌খুস্‌ করছে। সে কেবলই ঐ টাকার কথা ভাবছে আর মনে করছে যে বন্ধু না জানি কত কী রেখে গেছে! একবার খুলে দেখতে দোষ কি ?

এই ভেবে সে সিন্দুকের ভিতর উঁকি মেরে থলিটা খুলে দেখলে—থলি ভরা চক্‌চকে মোহর! এতগুলো মোহর দেখে সওদাগরের ভয়ানক লোভ হল—সে তাড়াতাড়ি মোহরগুলো সরিয়ে তার জায়গায় কতগুলো পয়সা ভরে থলিটা বন্ধ ক'রে রাখল।

দশদিন পরে তার বন্ধু যখন ফিরে এল, তখন সওদাগর খুব হাসিমুখে তার সঙ্গে গল্প-সল্প করল, কিন্তু তার মনটা কেবলই বলতে লাগল, "কাজটা ভালো হয়নি। বন্ধু এসে বিশ্বাস করে টাকাটা রাখল, তাকে ঠকানো উচিত হয়নি।"



একথা সে কথার পর মহাজন বলল, "তাহলে বন্ধু, আজকে টাকাটা নিয়ে এখন উঠি—সেটা কোথায় আছে ?"

সওদাগর বললে, "হ্যাঁ বন্ধু সেটা নিয়ে যাও। তুমি যেখানে রেখেছিলে সেইখানেই পাবে - আমি থলিটা আর সরাইনি।"

বন্ধু তখন সিন্দুক খুলে তার থলিটা বের ক'রে নিল। কিন্তু, কি সর্বনাশ! থলিভরা মোহর ছিল, সব গেল কোথায় ? সব যে কেবল পয়সা! মহাজন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল!

সওদাগর বলল, "ওকি বন্ধু মাটিতে বসলে কেন ?"

বন্ধু বলল, "ভাই সর্বনাশ হয়েছে! আমার থলি ভরা মোহর ছিল এখন দেখছি একটাও মোহর নাই, কেবল কতগুলো পয়সা!"

সওদাগর বলল, "তাও কি হয় ? মোহর কখনও পয়সা হয়ে যায় ?" সওদাগর চেষ্টা করছে এরকম ভাব দেখাতে যেন সে কতই আশ্চর্য হয়েছে ; কিন্তু তার বন্ধু দেখলে তার মুখখানা একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ব্যাপারটা বুঝতে তার আর বাকি রইল না—তবু সে কোনো রকম রাগ না দেখিয়ে হেসে বলল, "আমি তো মোহর মনে করেই রেখেছিলাম—এখন দেখছি কোথাও কোনো গোল হয়ে থাকবে। যাক যা গেছে তা গেছেই—সে ভাবনায় আর কাজ নেই।"

এই বলে সে সওদাগরের কাছে বিদায় নিয়ে পয়সার থলি নিয়ে বাড়িতে গেল। সওদাগর হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

দু'মাস পরে হঠাৎ একদিন মহাজন তার বন্ধুর বাড়িতে এসে বলল, "বন্ধু, আজ আমার বাড়িতে পিঠে হচ্ছে, বিকেলে তোমার ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিও!"



বিকেলবেলায় সওদাগর তার ছেলেটিকে নিয়ে মহাজনের বাড়িতে রেখে এল, আর বলল, "সন্ধ্যার সময় এসে নিয়ে যাব।"

মহাজন করলে কি, ছেলেটার পোশাক বদলিয়ে তাকে কোথাও লুকিয়ে রাখল—আর একটা বাঁদরকে সেই ছেলের পোশাক পরিয়ে ঘরের মধ্যে বসিয়ে দিল।

সন্ধ্যার সময় সওদাগর আসতেই তার বন্ধু এসে মুখখানা হাঁড়ির মত করে বলল, "ভাই! একটা বড় মুশকিলে পড়েছি। তোমার ছেলেটিকে তুমি যখন দিয়ে গেলে, তখন দেখলাম দিব্যি কেমন নাদুস-নুদুস ফুটফুটে চেহারা—কিন্তু এখন দেখছি কি রকম হয়ে গেছে—ঠিক যেমন বাঁদরের মতো দেখাচ্ছে! কি করা-যায় বলত বন্ধু!"

"ব্যাপার দেখে সওদাগরের তো চক্ষুস্থির!" সে বলল, "কি পাগলের মতো বকছ? মানুষ কখনও বাঁদর হয়ে যায়?"

মহাজন অত্যন্ত ভালো মানুষের মতো বলল, "কি জানি ভাই! আজকাল কি সব ভূতের কাণ্ড হচ্ছে, কিছু বুঝবার যো নেই। এই দেখ না সেদিন আমার সোনার মোহরগুলো খামখা বদলে সব তামার পয়সা হয়ে গেল। অদ্ভুত ব্যাপার!"

তখন সওদাগর রেগে বন্ধুকে গালাগালি দিয়ে কাজির কাছে দৌড়ে গেল নালিশ করতে। কাজির হুকুমে চার-চার প্যেয়াদা এসে মহাজনকে পাকড়াও ক'রে কাজির সামনে হাজির করল।

কাজি বললেন, "তুমি এর ছেলেকে নিয়ে কী করেছ?" শুনে চোখ দুটো গোল ক'রে মস্ত বড় হাঁ ক'রে মহাজন বলল, "আমি? আমি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, আমি কি অত সব বুঝতে পারি? হুজুর! ওর বাড়িতে মোহর রাখলাম, দশদিনে সব পয়সা হয়ে গেল। আবার দেখুন ওর ছেলেটা আমার বাড়ি আসতে না আসতেই ল্যাজ্-ট্যাজ্ গজিয়ে দস্তুরমতো বাঁদর হয়ে উঠেছে। কি রকম যে হচ্ছে—আমার বোধ হয় সব ভুতুড়ে কাণ্ড।" এই ব'লে সে কাজিকে লম্বা সেলাম করতে লাগল।

কাজিও চালাক লোক, ব্যাপার বুঝতে তাঁর বাকি রইল না। তিনি বললেন, "আচ্ছা তোমরা ঘরে যাও। আমি দৈবজ্ঞ ফকির ডাকিয়ে মন্ত্র পড়ে ভূত ঝাড়িয়ে সব সায়েস্তা করছি।

তোমার পয়সার থলি ওর কাছে দাও —আর তোমার বাঁদর ছেলেকে এর কাছেই রাখ। কাল সকালের মধ্যে সব যদি ঠিক না হয় তবে বুঝব এতে তোমাদের কারুর শয়তানি আছে। সাবধান! তাহলে তোমার পয়সাও পাবে না, মোহরও পাবে না—আর তোমার ছেলে তো মরবেই, ছেলের বাপ মা খুড়ো জ্যাঠা সবসুদ্ধ মেরে সাবড় করব।"

সওদাগর পয়সার থলি সঙ্গে নিয়ে ভাবতে ভাবতে ঘরে চলল। মহাজন বাঁদর নিয়ে হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরল। ভোর না হতেই সওদাগর থলির মধ্যে আবার মোহর ভ'রে মহাজনের বাড়ি গিয়ে বললে, "বন্ধু! বন্ধু! কি আশ্চর্য দেখে যাও! তোমার পয়সাগুলো আবার সব মোহর হয়েছে।"

মহাজন বলল, "তাই নাকি? কি আশ্চর্য এদিকে সেই বাঁদরটাও আবার তোমার খোকা হয়ে গেছে।"

তারপর মোহরের থলি নিয়ে সওদাগরের ছেলেটাকে ফিরিয়ে দিয়ে মহাজন বলল, "দেখ জোচ্চোর! ফের আমায় 'বন্ধু' 'বন্ধু' বলবি তো মেরে থোঁতামুখ ভোঁতা ক'রে দেব।"



এক বছরের রাজা



এক ছিলেন সওদাগর। তাঁর সামান্য ক্রীতদাস তাঁর একমাত্র ছেলেকে জল থেকে বাঁচায়। সওদাগর খুশী হয়ে তাকে মুক্তি তো দিলেনই, তা ছাড়া জাহাজ বোঝাই ক'রে নানা রকম বাণিজ্যের জিনিস তাকে বকশিশ দিয়ে বললেন, "সমুদ্র পার হয়ে বিদেশে যাও—এই সব জিনিস বেচে যা টাকা পাবে, সবই তোমার।"

ক্রীতদাস মনিবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জাহাজে চড়ে রওনা হল বাণিজ্য করতে।

কিন্তু বাণিজ্য করা আর হোল না। সমুদ্রের মাঝখানে তুফান উঠে জাহাজটিকে ভেঙে-চুরে জিনিসপত্র লোকজন কোথায় যে ভাসিয়ে নিল, তার আর খোঁজ পাওয়া গেল না।

ক্রীতদাসটি অনেক কষ্টে হাবুডুবু খেয়ে, একটা দ্বীপের চড়ায় এসে ঠেকল। সেখানে ডাঙায় উঠে চারিদিকে চেয়ে দেখল, তার জাহাজের চিহ্নমাত্র নাই, তার সঙ্গের লোকজন কেউ নাই। তখন সে হতাশ হয়ে সমুদ্রের ধারে বালির উপর বসে পড়ল।

তারপর যখন সন্ধ্যা হয়ে এল, তখন মাঠ, আর তারই ঠিক মাঝখানে চমৎকার শহর। শহরের ফটক দিয়ে মশাল হাতে মেলাই লোক বার হচ্ছে।

তাকে দেখতে পেয়ে সেই লোকেরা চীৎকার ক'রে বলল, "মহারাজের শুভাগমন হোক। মহারাজ দীর্ঘজীবী হউন।"

তারপর সবাই তাকে খাতির ক'রে জমকালো গাড়িতে চড়িয়ে, প্রকাণ্ড এক প্রাসাদে নিয়ে গেল। সেখানের চাকরগুলো তাড়াতাড়ি রাজপোশাক এনে তাকে সাজিয়ে দিল।

সবাই বলছে, 'মহারাজ', 'মহারাজ', হুকুমমাত্র সবাই চট্‌পট্ কাজ করছে, এসব দেখেশুনে সে বেচারা একেবারে অবাক।

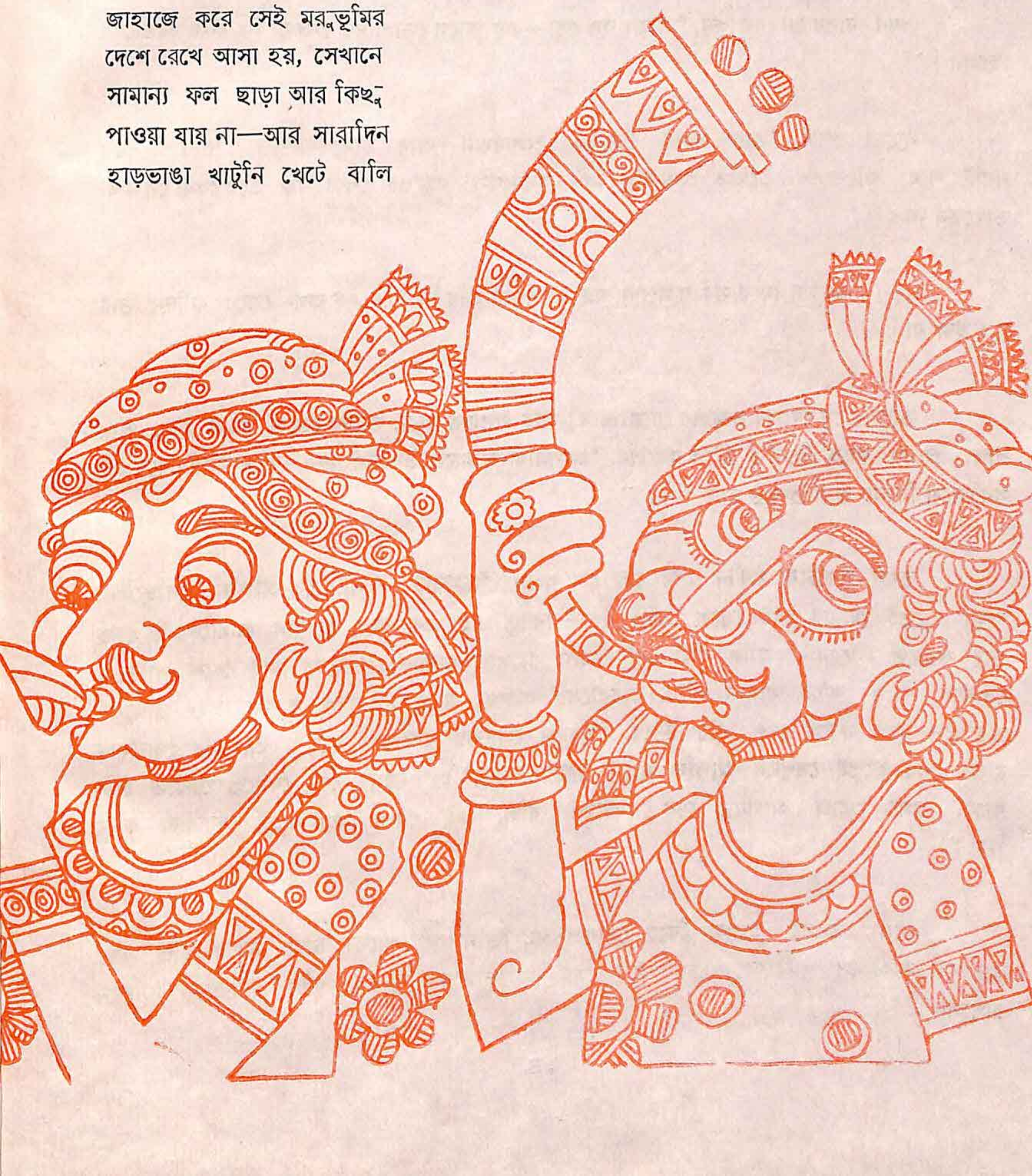


সে ভাবল সবই বুঝি স্বপ্ন—বুঝি তার নিজেরই মাথা খারাপ হয়েছে তাই এরকম মনে হচ্ছে। কিন্তু ক্রমে সে বুঝতে পারল সে জেগেই আছে আর দিব্যি জ্ঞানও রয়েছে, আর যা যা ঘটছে সব সত্যিই। তখন সে লোকদের বলল, "এ কি রকম মনে হচ্ছে বল তো? আমি তো এর কিছুই বুঝছি না। তোমরা কেনই বা আমায় 'মহারাজ' বলছ আর কেনই বা এমন সম্মান দেখাচ্ছ?"

তখন তাদের মধ্যে থেকে এক বুড়ো উঠে বলল, "মহারাজ, আমরা কেউ মানুষ নই, আমরা সকলেই প্রেত গন্ধর্ব—যদিও আমাদের চেহারা ঠিক মানুষেরই মতো। অনেকদিন আগে আমরা 'মানুষ রাজা' পাবার জন্য সবাই মিলে প্রার্থনা করেছিলাম ; কারণ মানুষের মত বুদ্ধিমান আর কে আছে ? সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের মানুষ রাজার



অভাব হয় নি। প্রতি বৎসরে একটি ক'রে মানুষ এইখানে আসে, আর আমরা তাকে এক বৎসরের জন্য রাজা করি। তার রাজত্ব শুধু ঐ এক বৎসরের জন্যই। বৎসর শেষ হলেই তাকে সব ছাড়তে হয়। তাকে জাহাজে করে সেই মরুভূমির দেশে রেখে আসা হয়, সেখানে সামান্য ফল ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না—আর সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে বালি



না খুঁড়লে এক ঘটি জলও মেলে না। তারপর আবার নূতন রাজা আসে—এই রকম বৎসরের পর বৎসর আমাদের চলে আসছে।''

তখন দাসরাজা বললেন, "আচ্ছা বল তো—এর আগে তোমাদের রাজারা কি রকম স্বভাবের ছিলেন ?''

বুড়ো বলল, "তারা সবাই ছিলেন অসাবধান আর খামখেয়ালী। সারাটি বছর সবাই শুধু জাঁকজমক আমোদ আহ্লাদে দিন কাটাতেন—বছরের শেষে কি হবে কেউ সে কথা ভাবতেন না।''

নতুন রাজা মন দিয়ে সব শুনলেন, বছরের শেষে তাঁর কি হবে এই কথা ভেবে ক'দিন তার ঘুম হল না!

তারপর সে দেশের সকলের চেয়ে জ্ঞানী আর পণ্ডিত যারা, তাদের ডেকে আনা হল, আর রাজা তাদের কাছে মিনতি ক'রে বললেন, "আপনারা আমাকে উপদেশ দিন—যাতে বছর শেষে এই সর্বনেশে দিনের জন্য প্রস্তুত হতে পারি।''

তখন সবচেয়ে প্রবীন বৃদ্ধ যে, সে বলল, "মহারাজ, শূন্য হাতে আপনি এসেছিলেন, শূন্য হাতেই আবার সেই দেশে যেতে হবে—কিন্তু এই এক বছর আপনি আমাদের যা ইচ্ছে তাই করাতে পারেন। আমি বলি—এই বেলা রাজ্যের ওস্তাদ লোকদের সেই দেশে পাঠিয়ে, সেখানে বাড়ি ক'রে, বাগান ক'রে, চাষবাসের ব্যবস্থা ক'রে চারিদিক সুন্দর ক'রে রাখুন। ততদিনে ফলে ফুলে দেশ ভরে উঠবে, সেখানে লোকের যাতায়াত হবে। আপনার এখানকার রাজত্ব শেষ হতেই সেখানে আপনি সুখে রাজত্ব করবেন। বৎসর তো দেখতে দেখতে চলে যাবে, অথচ কাজ আপনার ঢের; কাজেই বলি, এই বেলা খেটে খুটে সব ঠিক ক'রে নিন।''

রাজা তখনই হুকুম দিয়ে লোকলস্কর, জিনিসপত্র, গাছের চারা ফলের বীজ, আর বড় বড় কলকব্জা পাঠিয়ে, আগে থেকে সেই মরুভূমিকে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখলেন।

তারপর বছর যখন ফুরিয়ে এল, তখন প্রজারা তাঁর ছত্র মুকুট রাজদণ্ড সব ফিরিয়ে নিল, তাঁর রাজার পোশাক ছাড়িয়ে এক বছর আগেকার সেই সামান্য কাপড় পরিয়ে, তাঁকে জাহাজে তুলে সেই মরুভূমির দেশে রেখে এল।

সে দেশ এখন লোকে লোকারণ্য। তারা সবাই এসে ফূর্তি ক'রে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়ে তাঁকে নিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দিল। এক বছরের রাজা সেখানে জন্ম ভরে রাজত্ব করতে লাগলেন।



তারা দেড় বিঘৎ মানুষ।

তাদের আড্ডা ছিল, গ্রাম ছাড়িয়ে, মাঠ ছাড়িয়ে বনের ধারে, ব্যাং ছাতার ছায়ার তলায়। ছেলেবেলায় যখন তাদের দাঁত ওঠেনি, তখন থেকে তারা দেখে আসছে, সেই আদ্যিকালের ব্যাঙের ছাতা! সে যে কোথাকার কোন ব্যাঙের ছাতা, সে খবর কেউ জানে না, কিন্তু সবাই বলে "ব্যাঙের ছাতা''।

যত সব দুষ্টু ছেলে, রাত্রে যারা ঘুমোতে চায় না, মায়ের মুখে ব্যাঙের ছাতার গান শুনে শুনে তাদেরও চোখ বুজে আসে।—

গালফোলা কোলা ব্যাং, পালতোলা রাঙা ছাতা
মেঠো ব্যাং, গেছো ব্যাং, ছেঁড়া ছাতা, ভাঙা ছাতা।
সবুজ রং জবড়জং জরির ছাতা সোনা ব্যাং
টোক্কা-আঁটা ফোকলা ছাতা কোঁকড়া মাথা কোনা ব্যাং॥

—কত ব্যাঙের ছাতা!

কিন্তু, আজ অবধি ব্যাংকে তারা চোখেও দেখেনি। সেখানে মাঠের মধ্যে ঘাসের মধ্যে, সবুজ পাগ্‌লা ফড়িং থেকে থেকে তুড়ুক্ ক'রে মাথা ডিঙ্গিয়ে লাফিয়ে যায়,

সেখানে, রং-বেরঙের প্রজাপতি, তারা ব্যস্ত হয়ে ওড়ে ওড়ে আর বসতে চায়, বসে বসে আর উড়ে পালায়; সেখানে, গাছে গাছে কাঠবিড়ালি সারাটা দিন গাছ মাপে আর জরিপ করে গাছ বেয়ে উঠে আর গাছ বেয়ে নামে, আর রোদে ব'সে গোঁফ তাওয়ায় আর হিসেব কষে। কিন্তু তারা কেউ ব্যাঙের খবর বলতে পারে না।

গ্রামের যত বুড়োবুড়ি, দিদিমা আর ঠাকুমা, তারা বলেন, আজও সে ব্যাং মরেনি, তার ছাতার কথা ভোলেনি। যখন ভরা বর্ষায় বাদল নামে, বন-বাদাড়ে লোক থাকে না, ব্যাং তখন আপন ছাতার তলায় ব'সে মেঘের সঙ্গে তর্ক করে। যখন নিশুত রাতে সবাই ঘুমোয়, কেউ দেখে না, তখন ব্যাং এসে তার ছাতার ছাওয়ায় ঠ্যাং ছড়িয়ে বুক ফুলিয়ে গান জুড়ে দেয়, "দ্যাখ্ দ্যাখ্ দ্যাখ্, এখন দ্যাখ্।"

কিন্তু যেদিন সব দুষ্টু ছেলে জট্‌লা ক'রে বাদ্‌লায় ভিজে দেখতে গেল, কই তারা ত কেউ ব্যাং দেখেনি! আর যেবার তারা নিঝুম রাতে ভরসা ক'রে বনের ধারে কান পেতেছে, সেবার ত কই গান শোনেনি।

কিন্তু ছাতা যখন আছে, ব্যাং তখন না এসে যাবে কোথায়? একদিন না একদিন ব্যাং ফিরে আসবেই আসবে, আর বলবে, "আর ছাতা কই?" তখন তারা বলবে, "এই যে তোমার আদ্যিকালের নতুন ছাতা—নিয়ে যাও। আমরা ভাঙিনি, ছিঁড়িনি, নষ্ট করিনি নোংরা করিনি খালি ওর ছায়ায় ব'সে গল্প করেছি।"—কিন্তু ব্যাংও আসে না, ছাতাও সরে না, ছায়াও নড়ে না, গল্পও ফুরোয় না।

এমনি ক'রেই দিন কেটে যায়, এম্‌নি ক'রেই বছর ফুরোয়। হঠাৎ একদিন সকাল বেলায় গ্রাম জুড়ে এই রব উঠল, "ব্যাং এসেছে ব্যাং এসেছে। ছাতা নিতে ব্যাং এসেছে!"

কোথায় ব্যাং? কে দেখেছে? বনের ধারে ছাতার তলায়; লালু দেখেছে কালু দেখেছে, চাঁদা ভোঁদা সবাই দেখেছে। কী করছে ব্যাং? কী রকম ব্যাং?

লালু বললে, "প্যাটকিলে লাল ব্যাং—যেন হলুদগোলা চুন। এক চোখ বোজা এক চোখ খোলা।"

কালু বলল, "ছাইয়ের মতন ফ্যাক্‌সা রং, এক চোখ বোজা, একচোখ খোলা।"





চাঁদা বললে, "চকচকে সবুজ, যেন নতুন কাঁচ ঘাস—এক চোখ বোজা, এক চোখ খোলা।"

ভোঁদা বললে, "ভুসো-ভুসো রং, যেন পুরোনো তেঁতুল-তেঁতুল—এক চোখ বোজা, এক চোখ খোলা।"

গ্রামের যত বুড়ো, যত মহা-মহা পণ্ডিত সবাই বললে, 'কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। তোরা কী দেখছিস্ আবার বল।"

'লালু কালু চাঁদা ভোঁদা সবাই বললে, "ছাতার তলায় জ্যান্ত ব্যাং, তার চার হাত লম্বা ল্যাজ!

শুনে সবাই মাথা নেড়ে বললে, "উঁহুঁ উঁহুঁ! তা'লে কক্ষনো সেটা ব্যাং নয়, সেটা বোধহয় ব্যাঙের বাচ্চা ব্যাঙাচি। তা নইলে ল্যাজ থাকবে কেন?"

ব্যাং না হোক, ব্যাঙের ছেলে তো বটে—ছেলে না হোক নাতি, কিম্বা, ভাইপো, কিম্বা

ব্যাঙের কেউ তো বটে। সবাই বললে, "চল্ চল্ দেখ্‌বি চল্, দেখ্‌বি চল্।" সবাই মিলে দৌড়ে চলল।

মাঠের পারে, বনের ধারে, ব্যাং-ছাতার আগায় ব'সে কে একজন রোদ পোয়াচ্ছে। রংটা যেন শ্যাওলা-ধরা গাছের বাকল, ল্যাজখানা তার ঘাসের উপর ঝুলে পড়েছে, এক চোখ বুজে এক চোখ খুলে একদৃষ্টে সে তাকিয়ে আছে।

সবাই তখন চেঁচিয়ে বললে, "তুমি কে হে? কস্তবম্? তুম্ কোন্ হায়? হু আর ইউ?" শুনে সে ডাইনেও তাকালে না, বাঁয়েও তাকালে না, খালি একবার রং বদলিয়ে খোলা চোখটা বুজ্‌লে আর বোজা চোখটা খুল্‌লে, আর চিড়িক্ করে এক হাত লম্বা জিভ বার ক'রেই তক্ষুনি আবার গুটিয়ে নিলে।

গ্রামের যে হোম্‌রা বুড়ো, সে বললে "মোড়ল ভাই, ওটা যে জবাব দেয় না? কালা না কি?"

মোড়ল বললে, "হবেও বা।"

সর্দার খুড়ো সাহস ক'রে বললে, "চল না ভাই এগিয়ে যাই, কানের কাছে চেঁচিয়ে বলি।"

মোড়ল বললে, "ঠিক বলেছ।" হোম্‌রা বললে, "তোমরা এগোও। আমি এই আঁক্‌শি নিয়ে ঐ ঝোপের মধ্যে উঁচিয়ে বসি। যদি কিছু করতে আসে, ঘ্যাঁচাৎ করে কুপিয়ে দেব।"

তখন সর্দার সেই ছাতার উপর উঠে ল্যাজওয়ালাটার কানের কাছে হঠাৎ "কোন্ হ—া—য়্" বলে এম্‌নি জোরে হাঁকরে উঠল যে, সেটা আরেকটু হলেই ছাতার থেকে পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে থেকে, দু'চোখ তাকিয়ে বললে, "উঃ? অত চেঁচান কেন মশাই? আমি কি কালা?"

তখন সর্দার নরম হয়ে বললে, "তুমি কি ব্যাঙের কেউ হও না?"

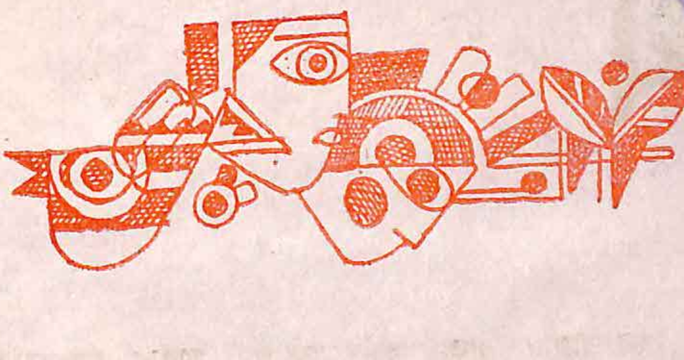
জন্তু তখন "না-না-না-না—কেউ না—কেউ না—কেউ না"—ব'লে দুই চোখ বুজে ভয়ানক রকম দুলতে লাগল।

তাই না দেখে সর্দার বুড়ো চীৎকার ক'রে বললে, "তবে যে তুমি ছাতা নিতে এয়েছ?" সঙ্গে সঙ্গে সবাই চেঁচাতে লাগল, নেমে এসো, নেমে এসো,—শিগ্‌গির নেমে এসো মোড়ল খুড়ো ছুটে গিয়ে প্রাণপণে তার ল্যাজটা ধরে টানতে লাগল। আর হোমরা বুড়ো ঝোপের

মধ্যে থেকে আঁক্‌শিটা উঁচিয়ে তুলল। ল্যাজওয়ালা বিরক্ত হয়ে বললে, "কি আপদ! মশাই ল্যাজ ধ'রে টানেন কেন? ছিড়ে যাবে যে?" সর্দার বললে, "তুমি কেন ব্যাঙের ছাতায় চড়েছ? আর পা দিয়ে ছাতা মাড়াচ্ছ?" জন্তুটা তখন আকাশের দিকে গোল গোল চোখ ক'রে অনেকক্ষণ তাকিয়ে বললে, "কি বললেন? কিসের কী?" সর্দার বললে, বললাম যে ব্যাঙের ছাতা।"

যেম্‌নি বলা, অম্‌নি সে খ্যাক্‌ খ্যাক্‌ খ্যাক্‌ খ্যাক্‌ খ্যাক্‌ খ্যাক্‌ ক'রে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে, একেবারে মাটির উপর গড়িয়ে পড়ল। তার গায়ে লাল নীল হলদে সবুজ রামধনুর মতো অদ্ভুত রং খুলতে লাগল। সবাই ব্যস্ত হ'য়ে দৌড়ে এল, "কি হয়েছে? কী হয়েছে?" কেউ বললে, "জল দাও" কেউ বললে, "বাতাস কর।" অনেকক্ষণ পর জন্তুটা ঠাণ্ডা হ'য়ে উঠে বলল, "ব্যাঙের ছাতা কি হে? ওটা বুঝি ব্যাঙের ছাতা হ'ল? যেমন বুদ্ধি তোমাদের। ওটা ছাতাও নয় ব্যাংয়েরও কিছু নয়। যারা বোকা, তারা বলে ব্যাঙের ছাতা।" শুনে কেউ কোনো কথা বলতে পারল না, সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। শেষকালে ছোকরা মতো একজন জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি কে মশাই?" ল্যাজওয়ালা বললে, "আমি বহুরূপী—আমি গিরগিটির খুড়তুত ভাই; গোসাপের জ্ঞাতি। এটা এখন আমার হ'ল—আমি বাড়ি নিয়ে যাব।"

এই ব'লে সে "ব্যাঙের ছাতা"টাকে বগলদাবা করে নিয়ে, গম্ভীরভাবে চলে গেল। আর সবাই মিলে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।



রাজার অসুখ



এক ছিল রাজা। রাজার ভারি অসুখ। ডাক্তার বদ্যি হাকিম কবিরাজ সব দলে দলে আসে আর দলে দলে ফিরে যায়। অসুখটা যে কী তা কেউ বলতে পারে না, অসুখ সারাতেও পারে না।

সারাবে কী করে ? অসুখ তো আর সত্যিকারের নয়। রাজা মশাই কেবলই বলেন 'ভারি অসুখ,' কিন্তু কোথায় যে অসুখ তা আর কেউ খুঁজে পায় না। কত রকমের কত ওষুধ রাজা মশাই খেয়ে দেখলেন, কিছুতেই কিছু হল না। মাথায় বরফ দেওয়া হল, পেটে সেঁক দেওয়া হল, কিন্তু অসুখের কোন কিনারাই হল না।

তখন রাজামশাই গেলেন ক্ষেপে। তিনি বললেন—"দূর করে দাও এই অপদার্থগুলোকে, আর ওদের পুঁথিপত্র যা আছে সব কিছু কেড়ে নিয়ে জ্বালিয়ে দাও।"

এমনি করে চিকিৎসকেরা বিদায় হলেন। ভয়ে আর কেউ রাজার বাড়ির দিকেও যায় না। তখন সকলের ভাবনা হল, তাই তো, শেষটায় কী রাজা মশাই বিনা চিকিৎসায় মারা যাবেন ?

এমন সময় কোথা থেকে এক সন্ন্যাসী এসে বলল—"অসুখ সারাবার উপায় আমি জানি, কিন্তু সে ভারি শক্ত। তোমরা কী সে সব করতে পারবে ?"

মন্ত্রী, কোটাল, সেনাপতি, পাত্রমিত্র সবাই বলল "কেন পারব না খুব পারব। জান্ দিতে হয় জান্ দেব !"

তখন সন্ন্যাসী বলল—"প্রথমে এমন একটি লোক খুঁজে আন যার মনে কোন ভাবনা নেই, যার মুখে হাসি লেগেই আছে, সে সব সময়ে, সব অবস্থাতেই খুশি থাকে ?"

সবাই বলল—"তারপর ?"

সন্ন্যাসী বলল—"তারপর সেই লোকের গায়ের জামা যদি রাজা মশাই একটা দিন পরে থাকেন, আর সেই লোকের তোষকে যদি এক রাত্রি ঘুমিয়ে থাকেন, তাহলেই সব অসুখ সেরে উঠবে।"

সবাই শুনে বললে—"এ তো চমৎকার কথা "

তাড়াতাড়ি রাজা মশাইয়ের কাছে খবর গেল। তিনি শুনে বললেন "আরে এই সহজ উপায়টা থাকতে এতদিন সবাই মিলে করছিল কি ? এইটা কারো মাথায় আসেনি ? যাও এখুনি খোঁজ করে সেই হাসি-ওয়ালা লোকটার জামা আর তোষক নিয়ে এস।"

চারিদিকে লোক ছুটল, রাজ্যময় 'খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল, কিন্তু সে লোকের আর সন্ধান পাওয়া যায় না! যে যায় সেই ফিরে আসে আর বলে, "যার দুঃখ নেই ভাবনা নেই

সর্বদাই হাসিমুখে, সর্বদাই খুশির মেজাজ, কই, তেমন লোকের তো দেখা পাওয়া গেল না।" সবার মুখে এক কথা।

তখন মন্ত্রীমশাই রেগে বললেন—"এদের নিয়ে কী কোন কাজ হয়! এ মূর্খেরা খুঁজতেই জানে না।" এই বলে তিনি নিজেই বেরোলেন সেই অজানা লোকের খোঁজ করতে।

বাজারের কাছে মস্ত এক দালানের সামনে তিনি দেখলেন, মেলা লোক জমে গিয়েছে আর এক বুড়ো শেঠজি হাসিমুখে তাদের চাল, ডাল, পয়সা আর কাপড় দান করছে।

মন্ত্রী ভাবলেন, বাঃ, এই লোকটাকে তো বেশ হাসি-খুশি দেখাচ্ছে, ওর তো অনেক টাকা-পয়সাও আছে দেখছি। তাহলে আর দুঃখই বা কিসের, ভাবনাই বা কিসের? ওরই একটা জামা আর তোষক নেওয়া যাক।

মন্ত্রী মশাই এই রকম ভাবছেন, ঠিক সেই সময়ে একটা ভিখারী করেছে কি, ভিক্ষা নিয়ে শেঠজিকে সেলাম না করেই চলে যাচ্ছে! আর শেঠজির রাগ দেখে কে! তিনি ভিখারীকে গাল দিয়ে, জুতো মেরে, তার ভিক্ষা কেড়ে তাকে তাড়িয়ে দিলেন। ব্যাপার দেখে মন্ত্রীমশাই মাথা নেড়ে সেখান থেকে সরে পড়লেন।

তারপর নদীর ধারে এক জায়গায় তিনি দেখলেন একটা লোক ভারি মজার ভঙ্গি করে নানারকম হাসির গান করছে আর শুনে চারিদিকের লোকেরা হো হো করে হাসছে! মানুষ যে এত রকম হাসির ভঙ্গি করতে পারে তা মন্ত্রীমশায়ের জানা ছিল না। তিনি লোকটার গান শুনে আর তামাসা দেখে একেবারে হেসে অস্থির হয়ে উঠলেন আর ভাবলেন, এমন আমুদে লোকটা থাকতে কিনা আমার লোকগুলো সব হতাশ হয়ে ফিরে যায়! তিনি পাশের একটি লোককে জিজ্ঞাসা করলেন "এই লোকটা কে হে?"

সে বলল—"ও হচ্ছে গবরা মাতাল। এখন দেখছেন কেমন খোস মেজাজে আছে, কিন্তু সন্ধ্যা হলেই ওর মাতলামি, চেঁচামেচি আর উৎপাত শুরু হয়। ওর ভয়ে পাড়ার লোক তিষ্ঠোতে পারে না।"

শুনে মন্ত্রীমশাই গম্ভীর হয়ে আবার চললেন সেই লোকটির সন্ধানে। সারাদিন



খুঁজে খুঁজে মন্ত্রীমশাই সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরলেন, কিন্তু সে লোকের সন্ধান কোথাও মিলল না।

এমনি করে দিনের পর দিন তিনি খোঁজ করেন আর দিনের পর দিন হতাশ হয়ে বাড়ি ফেরেন।

তাঁর উৎসাহ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, এমন সময়ে হঠাৎ এক গাছতলায় তিনি একটা পাগলা গোছের বুড়ো লোকের দেখা পেলেন। লোকটার মাথাভরা চুল, মুখভরা দাড়ি, সমস্ত শরীর যেন শুকিয়ে দড়ি হয়ে গিয়েছে।

মন্ত্রী বললেন - "তুমি এত হাসছ কেন ?"

সে বলল—"হাসব না ? পৃথিবী বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে, গাছের পাতা সরে সরে যাচ্ছে, মাঠে মাঠে ঘাস গজাচ্ছে, রোদ উঠছে, বৃষ্টি পড়ছে, পাখিরা গাছে এসে বসছে. আবার সব উড়ে যাচ্ছে। এসব চোখের সামনে দেখছি আর হাসি পাচ্ছে !"

মন্ত্রী বললেন—"তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু শুধু বসে বসে হাসলে তো আর মানুষের দিন চলে না। তোমার কী আর কোন কাজকর্ম নেই ?"

ফকির বলল—"তা কেন থাকবে না ? সকাল বেলায় নদীতে যাই, সেখানে স্নান-টান সেরে, লোকজনের যাওয়া-আসা কথাবর্তা এই সব তামাসা দেখে. আবার গাছতলায় এসে বসি। তারপর যেদিন খাওয়া জোটে খাই, যেদিন জোটে না খাই না। যখন বেড়াতে ইচ্ছা হয় বেড়াই, যখন ঘুম পায় তখন ঘুমাই। কোনও ভাবনা-চিন্তা, হট্টগোল কিছুই নেই। ভারি মজা !"

মন্ত্রী খানিক মাথা চুলকিয়ে বললেন—"যেদিন খাওয়া পাও না সেদিন কি কর ?"

ফকির বলল—"সেদিন তো ল্যাঠাই নেই ! চুপচাপ পড়ে থাকি আর এই সব তামাসা দেখি। বরং যেদিন খাওয়া হয়, সেদিনই হাঙ্গামা বেশি। ভাত মাখরে, গ্রাস তোলরে, মুখের মধ্যে ঢোকাওরে, চিবোওরে, গেলোরে, তারপর জল খাওরে, আঁচাওরে হাতমুখ মোছরে ! কত রকম কাণ্ড !"

মন্ত্রী দেখলেন, এতদিনে ঠিক মতন লোক পাওয়া গিয়েছে ! তিনি বললেন—"তোমার

গায়ের এক-আধখানা জামা দিতে পার ? তার জন্য তুমি যত ইচ্ছা দাম নাও, আমরা দিতে প্রস্তুত আছি।"

শুনে লোকটা হো হো করে হাসতে লাগল, বলল—"আমার আবার জামা। এই সেদিন একটি লোক একটি শাল দিয়েছিল, তাও তো ছাই ভিখারীকে দিয়ে ফেললাম। জামা-টামার ধারই ধারি না কোনোদিন।"

মন্ত্রী বললেন—"তাহলে তো মহা মুশকিল! যদি বা একটা লোক পাওয়া গেল, তারও আবার জামা নেই। আচ্ছা, তোমার বিছানার তোষকখানা দিতে পার ? কত দাম চাও বল, আমরা টাকা ঢেলে দিচ্ছি।"

এবারে ফকির হাসতে হাসতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তার হাসি আর থামেই না। অনেকক্ষণ হেসে তারপর সে বলল—'চল্লিশ বছর বিছানাই চোখে দেখলাম না, তা আবার তোষক আর গদি!"

মন্ত্রীমশাই বড় বড় চোখ করে বললেন—"জামাও গায়ে দাও না, লেপ-কম্বল-বিছানাও সঙ্গে রাখ না, তোমার কি অসুখও করে না ছাই ?"

ফকির বলল—"অসুখ আর কি ? অসুখ-টসুখ ওসব আমি বিশ্বাস করি না। যারা কেবল অসুখ-অসুখ ভাবে, তাদেরই খালি অসুখ করে।"

এই বলে ফকির আবার গাছে হেলান দিয়ে ঠাং মেলে খুব হাসতে লাগল।

মন্ত্রীমশাই হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরলেন। রাজার কাছে খবর গেল। রাজা মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন, তার কাছে সব কথা শুনে মন্ত্রীমশাইকে বিদায় দিলেন।

আবার সবাই ভাবতে বসল, এখন উপায় কি হবে ? চিকিৎসাও হল না, অনেক কষ্টে যা একটা উপায় পাওয়া গেল, সেটাও গেল ফস্‌কে!

সবাই বসে বসে এ ওর মুখ চায়, দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর বলে—"নাঃ, আর তো বাঁচাবার উপায় দেখছি না।"

ওদিকে রাজামশাই ভাবতে বসেছেন—"আমি থাকি রাজার হালে, ভাল ভাল জিনিস খাই, কোন কিছুর অভাব নেই, লোকেরা সব সময়ে তোয়াজ করছেই—আমার হল অসুখ! আর ঐ হতভাগা ফকির, যার চাল-চুলো কিচ্ছু নেই জামা নেই, কম্বল নেই, গাছতলায় পড়ে থাকে, যা পায় তাই খায়—সে কিনা বলে অসুখ-টসুখ কিছুই মানেই না! সে ফকির হয়ে অসুখ উড়িয়ে দিতে পারল, আর আমি রাজা হয়ে পারব না?"

তার পরদিনই রাজা ঘুম থেকে উঠে পাত্রমিত্র সবাইকে ডেকে বললেন—"যা হতভাগা মুখ্যগুলো সব, সভায় বসগে যা! তোরা কেউ কিছু করতে পারলি না, এখন এই দেখ আমার অসুখ আমি নিজেই সারিয়ে দিয়েছি। আজ থেকে আবার সভায় গিয়ে বসব। আর যে টুঁ শব্দটি করবে তার মাথা উড়িয়ে দেব!"





ব্যাঙের রাজা

রাজবাড়িতে যাবার যে পথ, সেই পথের ধারে প্রকাণ্ড দেয়াল, সেই দেয়ালের একপাশে ব্যাঙেদের পুকুর। সোনাব্যাং, কোলাব্যাং, গেছোব্যাং, মেঠোব্যাং—সকলেরই বাড়ি সেই পুকুরের ধারে।

ব্যাঙেদের সর্দার যে বুড়ো ব্যাং, সে থাকে দেওয়ালের ধারে, একটা মরা গাছের ফাটলের মধ্যে, আর ভোর হলে সবাইকে ডাক দিয়ে জাগায়—"আয় আয় আয়—গ্যাঁক্ গ্যাঁক্ গ্যাঁক্—দেখ্ দেখ্ দেখ্—ব্যাং ব্যাং ব্যাং—ব্যাঙাচি।" এই ব'লে সে অহংকারে গাল ফুলিয়ে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, আর ব্যাংগুলো সব "যাই যাই—থাক্ থাক্ থাক্" ব'লে, ঘুম ভেঙে, মুখ ধুয়ে দাঁত মেজে, পুকুর-পাড়ের সভায় বসে।

একদিন হয়েছে কি, সর্দার ব্যাং ফুর্তির চোটে লাফ দিয়েছে উলটোমুখে ডিগবাজি খেয়ে—আর পড়বি তো পড় একেবারে দেয়াল টপকে রাজপথের মধ্যিখানে! রাজা তখন সভায় চলেছেন, সিপাইশান্ত্রী লোকলস্কর দলবল সব সঙ্গে চলেছে। মোটা মোটা সব নাগ্‌রাই জুতো, খট্‌মট্

ঘ্যাঁচ্‌ম্যাঁচ্‌ ক'রে ব্যাং বুড়োর মাথার উপর দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছে, এমনি রোখ ক'রে চলতে লেগেছে, যে ভয়ে ব্যাঙের প্রাণ তো যায় যায়! হঠাৎ কোত্থেকে কার একটা লাঠি না ছাতা না কিসের গুঁতো এসে এমনি ধাঁই করে ব্যাঙের গায়ে লেগেছে সে বেচারা ঠিক্‌রে গিয়ে পথের ধারে ঘাসের উপর চিৎপাত হয়ে পড়েছে।

ব্যাং বুড়োর খুব লেগেছিল, কিন্তু হাতও ভাঙেনি, পাও ভাঙেনি, সে আস্তে আস্তে উঠে বসল—আর চারিদিকে তাকিয়ে, দেওয়ালের গায়ে একটা ফাটল দেখে তাড়াতাড়ি তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। সেখান থেকে খুব সাবধানে মুখ বার ক'রে সে চেয়ে দেখল, মাথায় মুকুট রঙিন-পোশাক রাজা, আলো-ঝল্‌মল্‌ চতুর্দোলায় চড়ে সভায় যাচ্ছে। লোকেরা সব 'রাজা, রাজা'' ব'লে নমস্কার করছে, নাচছে, গাইছে, আর ছুটোছুটি করছে। আর রাজামশাই চতুর্দোলায় ব'সে খুশি হয়ে এর দিকে তাকাচ্ছেন, ওর দিকে তাকাচ্ছেন, আর কেবলি হাসছেন। তাই দেখে ব্যাঙের বড় ভালো লাগলো, সেও দু'হাত তুলে নমস্কার করতে লাগল আর বলতে লাগল, "রাজা রাজা রাজা—রাজা রাজা রাজা!"

তার মনে হল রাজামশাই ঠিক তার দিকে তাকিয়ে ফিক ক'রে হেসে ফেললেন ব্যাং তখন কাঁদ কাঁদ হ'য়ে নিশ্বাস ফেলে ভাবল, "আহা! আমাদের যদি একটা রাজা থাকত!"

তারপর ঘুরে ঘুরে পথ খুঁজে খুঁজে ব্যাং যখন বাসায় ফিরল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে! সবাই বলল, "সর্দার বুড়ো, সর্দার বুড়ো সারাদিন তুমি কোথায় ছিলে? আমরা যে কত ডাকলাম, কত খুঁজলাম, তুমি তো কই সাড়াও দিলে না।" সর্দার বললে—"চোপ্‌ চোপ্‌ চোপ্‌ রাও! রাজা দেখতে গিয়েছিলাম।"

তাই শুনে ব্যাঙেরা সব একসঙ্গে "রাজা কে ভাই?" "রাজা কে ভাই?" "রাজা কে ভাই? ব'লে চেঁচিয়ে উঠল। বুড়ো তখন গাল ফুলিয়ে বুক ফুলিয়ে, দু'চোখ বুজে, দু'হাত তুলে লাফিয়ে বলল, "রাজা হচ্ছে এত্তো এই এত্তো বড়ো উঁচু, আর ধব্‌ধবে সাদা আর ঝক্‌ঝকে আলোর মতো—আর তাকে দেখলেই সবাই মিলে ডাকতে থাকে—'রাজা রাজা রাজা রাজা রাজা'।"

তাই শুনে ব্যাঙেরা সবাই বলতে লাগল, "আহা! আহা! আমাদের যদি একটা

রাজা থাকত!" তাদের যে রাজা নেই, এই কথা ভাবতে ভাবতে তাদের চোখ দিয়ে ঝরঝর ক'রে জল পড়তে লাগল। বুড়ো ব্যাং বলল, 'ভাই সকল, এসে আমরা রাজার জন্য দরখাস্ত করি।"

তখন সবাই মিলে গোল হয়ে ব'সে আকাশের দিকে চোখ তুলে. নানান্ সুরে ডাকতে লাগল—"রাজা রাজা রাজা রাজা—রাজা রাজা রাজা রাজা—রাজা চাই রাজা চাই—রাজা চাই রাজা চাই।"

ব্যাঙপুরের ব্যাং দেবতা যিনি বাদ্‌লা দিনে বর্ষা মেঘের ঝাঁঝরি দিয়ে পুকুর ভরে জল ঢালেন তিনি তখন আকাশতলায় চাদর মেলে ঘুমাচ্ছিলেন। হঠাৎ ব্যাঙেদের চীৎকারে তাঁর ঘুম ভাঙল। তিনি চারিদিকে তাকিয়ে বললেন, "বৃষ্টিও নেই বাদলাও নেই, মেঘের কোন চিহ্নও নেই, বাছারা সব চেঁচাও কেন?" ব্যাঙেরা বলল, "আমাদের রাজা নেই, রাজা চাই।"

দেবতা বললেন, "এই নে রাজা।" ব'লে মরা গাছের একখানা ডাল ভেঙ্গে তাদের সামনে ফেলে দিলেন।

ভাঙা ডাল পুকুরপাড়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল—তার মাথার উপর মস্ত মস্ত ব্যাঙের ছাতা জোছনায় চক্‌চক্ করতে লাগল। তাই দেখে ব্যাঙের ফুর্তি আর ধরে না। তারা গোল হয়ে ঘিরে ব'সে মনের সুখে গাইতে লাগল "রাজা রাজা রাজা রাজা রাজা রাজা রাজা রাজা—"

এমনি ক'রে দু'দিন যায়, দশদিন যায় শেষটায় একদিন সর্দার ব্যাঙের গিন্নী বললেন, "ছাই রাজা! কর্তা যে সেদিন রাজা দেখলেন, এর চেয়ে অনেক ভালো। এ রাজা নড়েও না চড়েও না, এদিকেও দেখে না ওদিকেও দেখে না—ছাই রাজা!" তাই শুনে সবাই বললে, 'ছাই রাজা! ছাই রাজা—নড়েও না চড়েও না, দেখেও না শোনেও না—ছাই রাজা!

তখন আবার বুড়ো ব্যাং গাছের উপর চড়ে বলল, 'ভাই সকল এস আমরা দরখাস্ত করি—আমাদের ভালো রাজা চাই।"

আবার সবাই গোল হয়ে ব'সে আকাশপানে চোখ তাকিয়ে নানান্ সুরে ডাকতে

লাগল—"রাজা চাই! রাজা চাই! ভালো রাজা—নতুন রাজা।" তাই শুনে ব্যাং দেবতা রেগে বললেন, "ব্যাপারখানা কী? এই তো সেদিন তোদের রাজা দিলাম, এর মধ্যে আর নতুন কী হল?"

ব্যাঙেরা বলল, "ও রাজা ছাই রাজা! ও রাজা বিশ্রী রাজা—ও রাজা নড়েও না চড়েও না—ও রাজা চাই না চাই না চাই না চাই না চাই না চাই না—"

ব্যাং দেবতা বললেন, "থাম্ তোরা থাম্ নতুন রাজা দিচ্ছি।" এই ব'লে, একটা বককে সেই পুকুরের ধারে নামিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "এই নে তোদের নতুন রাজা।"

তাই না দেখে, ব্যাঙেরা সব অবাক হয়ে বলতে লাগল, "বাপ্‌রে বাপ! কি প্রকাণ্ড রাজা চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে ধব্‌ধবে সাদা! ভালো রাজা! সুন্দর রাজা! রাজা রাজা রাজা। রাজা।" বকের তখন খিদে ছিল না, মাছ খেয়ে পেট ভরা ছিল, তাই সে কিছু বলল না; খালি চোখ মিট্‌মিট্ ক'রে একবার এদিক তাকাল, একবার ওদিক তাকাল, তারপর এক পা তুলে চুপচাপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। তাই দেখে ব্যাঙেদের উৎসাহ আর ধরে না, তারা প্রাণ খুলে গলা ছেড়ে গাইতে লাগল। সকাল গেল, দুপুর গেল বিকেল হল, সন্ধ্যা হল—তারপর ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রি এল—তখন ব্যাঙেদের গান গাওয়া বন্ধ হল।

তার পরের দিন সকালবেলা উঠে যেমনি তারা গান ধরেছে, অমনি বকরাজা এসে একটা গোব্‌দামতন মোটা ব্যাংকে টপাস্ করে মুখের মধ্যে পুরে দিয়েছে! তাই দেখে ব্যাঙেরা সব হঠাৎ কেমন মুষ্‌ড়ে গেল তাদের "রাজা রাজা"র গান একেবারে পাঁচ সুর নেমে গেল। বকরাজা ব্যাঙটিকে দিয়ে জলযোগ ক'রে একটি ঠ্যাং মুড়ে ধ্যান করতে লাগলেন।

এমনি ক'রে এক-এক বেলায় এক-একটি ক'রে ব্যাং বকরাজের পেটের মধ্যে যায়। ব্যাং-মহলে হৈ চৈ লেগে গেল। সবাই মিলে সভায় ব'সে যুক্তি ক'রে বলল, "এটা বড় অন্যায় হচ্ছে! রাজাকে বুঝিয়ে বলা দরকার, সে হল আমাদের রাজা, সে এমন করলে আমরা পালাই কোথা?" কিন্তু বুঝিয়ে বলবে কে? সর্দার গিন্নী বললেন, "তার জন্য ভাবছিস্ কেন? এতে আর মুশকিল কিসের? এই দেখ্ না, আমিই গিয়ে বলে আসছি।"

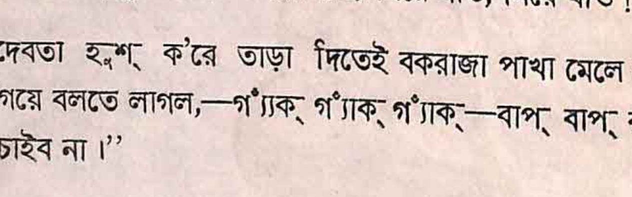


সর্দার গিন্নী বকরাজার পায়ের সামনে গ্যাঁট হয়ে ব'সে হাতমুখ নেড়ে কড়্কড়ে গলায় বলতে লাগলেন, "ও রাজা, তোর ভাগ্যি ভালো, তুই আমাদের রাজা হলি। তোর চোখ ভালো, মুখ ভালো, ঝকঝকে রং ভালো, তোর এক পা-ও ভালো, দুই পা-ও ভালো, কেবল ঐটি তোর ভালো নয়,—তুই আমাদের খাস কেন? শামুক আছে শামুক খা' না, পোকা-মাকড় প্রজাপতি তাও তো তুই খেতে পারিস। রাজা হয়ে আমাদের খেতে চাস? ছ্যা ছ্যা ছ্যা ছ্যা রাম রাম রাম রাম—অমন করে কক্ষনো করিসনে।" বক দেখলে তার পায়ের কাছে দিব্যি একটা নাদুস্-নুদুস্ ব্যাং, তার নরম নরম গোলগাল চেহারা। টপ্ করে বকরাজার জিভ দিয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল আর খপ্ ক'রে সর্দার গিন্নী তার মুখের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

ব্যাঙেদের মুখে আর কথাটি নেই। সবাই তাড়াতাড়ি চট্পট্ সরে ব'সে বড় বড় হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল। পরে সর্দার ব্যাং রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বলল, "পাজি রাজা লক্ষ্মীছাড়া দুষ্টু রাজা!" তাই শুনে সবাই একসঙ্গে আকাশ ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল, "পাজি রাজা! দুষ্টু রাজা! চাই না চাই না চাই না চাই না—রাজা চাই না রাজা চাই না।"

ব্যাং দেবতা জেগে বললেন, "দূর ছাই! আবার কি হল?" ব্যাঙেরা বলল, "বাপরে বাপ্! বাপ্রে বাপ্! কী দুষ্টু রাজা! নিয়ে যাও, নিয়ে যাও, নিয়ে যাও!"

তখন ব্যাং দেবতা হুশ্ ক'রে তাড়া দিতেই বকরাজা পাখা মেলে উড়ে পালাল। আর ব্যাঙেরা সব বাসায় গিয়ে বলতে লাগল,—গ্যাঁক্ গ্যাঁক্ গ্যাঁক্—বাপ্ বাপ্ বাপ্—ছ্যা ছ্যা ছ্যা—রাজাটাজা আর কখনও চাইব না।"





পুতুলের ভোজ

পুতুলের মা খুকী আজ ভয়ানক ব্যস্ত। আজ কিনা ছোট্ট পুতুলের জন্মদিন, তাই খুব খাওয়ার ধুমধাম লেগেছে।

ছোট টেবিলের উপর ছোট্ট ছোট্ট থালা বাটি সাজিয়ে, তার মধ্যে চমৎকার ক'রে খাবার তৈরি ক'রে রাখা হয়েছে। আর চারদিকে সত্যিকারের ছোট্ট ছোট্ট চেয়ার সাজানো রয়েছে, পুতুলেরা বসে খাবে ব'লে।

খুকীর যে ছোট দাদা, তার কিনা সাড়ে চার বছর বয়স, তাই সে বলে, "পুতুলরা খেতেই পারে না, তাদের আবার জন্মদিন কি ?"

কিন্তু খুকী সে কথা মানবে কেন ? সে বলে, "পুতুলরা সব পারে। কে বলল পারে না ? কে বলল সে কক্ষনো কোনোদিন খায় না ?"—খোকাপুতুলের যখন অসুখ করেছিল তখন সে কি 'মা, মা' ব'লে কাঁদত না ? নিশ্চয়ই কাঁদত। তা না হ'লে খুকী জানল কী ক'রে যে তার অসুখ করেছে ?

খুকীর দাদা এ সবের জবাব দিতে পারে না, তাই সে "বোকা মেয়ে, হাঁদা মেয়ে" বলে মুখ ভেংচিয়ে চলে যায়।





খুকী গেল তার মা'র কাছে নালিশ করতে। মা সব শুনে-টুনে বললেন, "সব সময়ে সকলের কাছে পুতুলরা জ্যান্ত হয়? যেদিন দেখবি পুতুল সত্যি ক'রে খাবার খাচ্ছে, সেদিন ছোড়দাকে ডেকে দেখাস্।"

খুকী বললে, "আজকে যদি ওরা জেগে উঠে খাবার খেতে থাকে, তাহলে কী মজাই হবে!

আমার বোধ হয় রাত্তিরে যখন আমরা ঘুমিয়ে থাকি, তখন তাদের দিন হয়। তা না হ'লে আমরা তো দেখতে পেতাম? সেই যে একদিন টিনের তৈরি দুষ্টু পুতুলটা খাট থেকে পড়ে গিয়েছিল —নিশ্চয় ওরা রাত্রে উঠে মারামারি করেছিল! তা না হলে খাট থেকে পড়ল কেন? আজ থেকে আমি ঘুমোবার সময় ভালো ক র কান পেতে থাকব।''

পুতুলের জন্মদিনে কি চমৎকার খাবার! ময়দার মিঠাই, ময়দার পিঠে, ছোট্ট ছোট্ট নারকেলের মোয়া, আর ছোট্ট ছোট্ট গুড়ের টিক্লি—এমনি সব আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস।

রাত্রে শোবার আগে খুকী তার পুতুলদের ঝেড়ে মুছে নাইয়ে খাইয়ে ঘুম পাড়াল আর বলে দিল, "এই দেখ্, খাবার টাবার রইল, রাত্রে উঠে খাস্।''

কোথায় কে বসবে, কোনটার পরে কোনটা খাবে, ঝগড়া করলে কে কী শাস্তি পাবে সব ব'লে, তারপর দুষ্টু পুতুলটাকে খুব ব'কে ধমকে, আর ছোট্ট পুতুলকে জন্মদিনের জন্য খুব খানিকটা আদর-টাদর ক'রে তারপর খুকী গেল বিছানায় শুতে। যেম্নি শোয়া অমনি ঘুম।

খুকীও ঘুমিয়েছে, আর অম্নি ঘরের মধ্যে কাদের টিপ্‌টিপ্ পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তাদের একজন খুকুমনির জুতোর কাছে, ঘরের কোণে ছবির বইগুলোর কাছে, পুতুলদের চাদর-ঢাকা খাটের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে; এটা ওটা শুক্‌ছে, আর কুটুর কুটুর ক'রে এতে ওতে কামড়িয়ে দেখছে! খানিকটা বর্ণ-পরিচয়ের পাতা খেয়ে দেখল, ভালো লাগে না; জুতোর ফিতেটা চিবিয়ে দেখল, তার মধ্যে কিছু রস নেই; টিনের পুতুলটাকে কামড়িয়ে দেখল — ওরে বাবা, কী শক্ত! এমন সময় হঠাৎ অন্ধকারে তার চোখ পড়ল—টেবিলে সাজানো ও সব কী রে!

দৌড়ে চেয়ার-টেয়ার উল্‌টিয়ে এক লাফে টেবিলের উপর চ'ড়ে সে একটুখানি শুঁকেই ব্যস্ত হয়ে বলল, "কিঁচ্ কিঁচ্ কঁী—চ্!'' তার মানে, ওগো শিগ্‌গির এসে— দেখে যাও!''

অম্নি টিপ্ টিপ্ টুপ্ টুপ্ ট্যাপ্ ট্যাপ্ থপ্ ক'রে সেইরকম আর একটা এসে হাজির। ঠিক সেইরকম লোমে ঢাকা ছাই রং, সেইরকম সরু লম্বা ল্যাজ, আর সেইরকম

চোখা চোখা নাক আর মিট্‌মিটে কালো কালো চোখ। দু'জনের উৎসাহ আর ধরে না! টপাটপ্‌ টপাটপ্‌ খাচ্ছে আর তাদের ভাষায় কেবলি বলছে, "এটা খাও ওটা খাও! এটা কী ওটা খাও! এটা কী সুন্দর! ওটা কেমন চমৎকার।" এম্‌নি ক'রে, দেখতে দেখতে যত খাবার চেটেপুটে শেষ!

সকালবেলায় খুকী উঠে—ওমা! কি আশ্চর্য! সব খাওয়া শেষ হয়ে গেছে! কখন যে পুতুলগুলো জেগে উঠল, কখন যে খেল, আর কখন যে আবার ঘুমোল, কিছুই সে টের পায়নি। "খেয়েছে! খেয়েছে! সব খাবার খেয়েছে" ব'লে সে এমন চেঁচিয়ে উঠল যে মা বাবা ছোড়দা বড়দা সবাই ছুটে এসে হাজির।

ব্যাপার দেখে আর খুকীর কথা শুনে সবাই বলল, "তাই তো! কি আশ্চর্য!" খালি ছোড়দা বলল, "তা বই কি! ও নিজে খেয়ে এখন বলছে—পুতুল খেয়েছে।" দেখ তো অন্যায়!

আসলে ব্যাপারটা যে কী, তা কেবল মা জানেন আর বাবা জানেন, কারণ তাঁরা ঘরের কোণে ইঁদুরের ছোট্ট ছোট্ট পায়ের দাগ দেখেছিলেন। কিন্তু সে কথা খুকীকে যদি বল সে কক্ষনো তোমায় বিশ্বাস করবে না।



এমনি আরো বই রয়েছে
মজার এবং খুশির,
বই রয়েছে হালুম বাঘের,
মিঁ আঁও মিনি পুষির।



লিখলে চিঠি বই-তালিকা
পৌঁছে যাবে ডাকে।
যার মধ্যে নিত্য নতুন
বইয়ের খবর থাকে॥

শু ও কিশোর সাহিত্য

অর্ধেন্দু দত্ত
- শিকারের গপ্পো — ১০.০০

শংকর
- এক ব্যাগ শংকর — ১২.০০
- চিরকালের উপকথা — ১২.০০

নারায়ণ সান্যাল
- ডিজনেল্যাণ্ড — ২৫.০০
- না-মানুষের পাঁচালী — ১২.০০

শক্তি চট্টোপাধ্যায়
- হাতি ধরিয়ে নায়ার — ১০.০০

খগেন্দ্রনাথ মিত্র
- হ্যানস্‌ অ্যাণ্ডার সনের গল্প — ১৫.০০
- কিশোর সম্ভার — ৩০.০০
- গড়জঙ্গলের কাহিনী — ১৫.০০
- ছোটদের বেতালের গল্প — ১২.০০
- পাতাল পুরীর কাহিনী — ১২.০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
- জঙ্গলের চাবি — ২০.০০
- আকাশ দস্যু — ১৫.০০
- বরণীয় মানুষ ঃ স্মরণীয় বিচার — ১৫.০০

অনিলকুমার চক্রবর্তী
- ছোটদের রাজমালা — ১২.০০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
- পিন্তিদার পঞ্চবান — ১৮.০০
- লিডার বটে পিনডিদা — ১২.০০
- পিনডিদার গপ্পো — ১০.০০
- সিকেপিকেটিকে — ১৫.০০
- ফয়সালা — ১২.০০

ইন্দিরা দেবী
- বুনুর অসুখ — ৮.০০
- গল্প বলছি ইন্দিরাদি — ১০.০০

ফণিভূষণ আচার্য
- সোনার সুটকেস — ৬.০০

ধর্মদাস মিত্র
- মাষ্টারমশাই — ৬.০০

সৈয়দ মুজতবা সিরাজ
- রহস্য রোমাঞ্চ — ১২.০০
- কিশোর রোমাঞ্চ অমনিবাস — ৩২.০০
- সবুজ বনের ভয়ঙ্কর — ১৪.০০
- হাড়িম রহস্য — ১২.০০
- কালোমানুষ নীল চোখ — ১৬.০০
- কালো বাকসের রহস্য — ১০.০০
- মাকাসিকোর ছায়ামানুষ — ৮.০০
- বনের আসর — ১০.০০
- ভয়-ভুতুরে — ৬.০০
- নিঝুম রাতের আতঙ্ক — ৭.০০
- টেরাদ্বীপের ভয়ঙ্কর — ৭.০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র
- দুনিয়ার ঘনাদা — ১৫.০০
- পিপড়ে পুরান — ১০.০০
- পাতালে পাঁচবছর — ১৫.০০

সুভাষ মুখোপাধ্যায়
- অক্ষরে অক্ষরে — ৮.০০
- কথার কথা — ১০.০০

পার্থ চট্টোপাধ্যায়
- রাশি রাশি হাসি — ১৫.০০
- ভূত অদ্ভুত — ৮.০০
- বাজপাখির চোখ — ১২.০০

শঙ্খ ঘোষের ছড়া
গনেশ পাইনের ছবি
- সব কিছুতেই খেলনা হয় — ১০.০০

হরিনারায়ন চট্টোপাধ্যায়
- হলুদ আতঙ্ক — ৮.০০

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
- ডোরাকাটার খোঁজে — ১৪.০০
- সুন্দর বনের আতঙ্ক — ১৫.০০
- বাকলার জঙ্গলে — ১০.০০
- শিকারের বিচিত্র কাহিনী — ২০.০০
- বাঘ বাঘিনী — ১৫.০০

সুনির্মল বসু
- জীবন্ত কঙ্কাল — ১৫.০০
- ছোটদের বিদ্যাসাগর — ৭.০০

কলিকাতা ৭০০০৭৩

ছোটদের আরো বড় বই

দারুণ দারুণ গল্প-ছড়া-ছবিতে ছেপে হৈ হৈ করে বেরিয়েছে

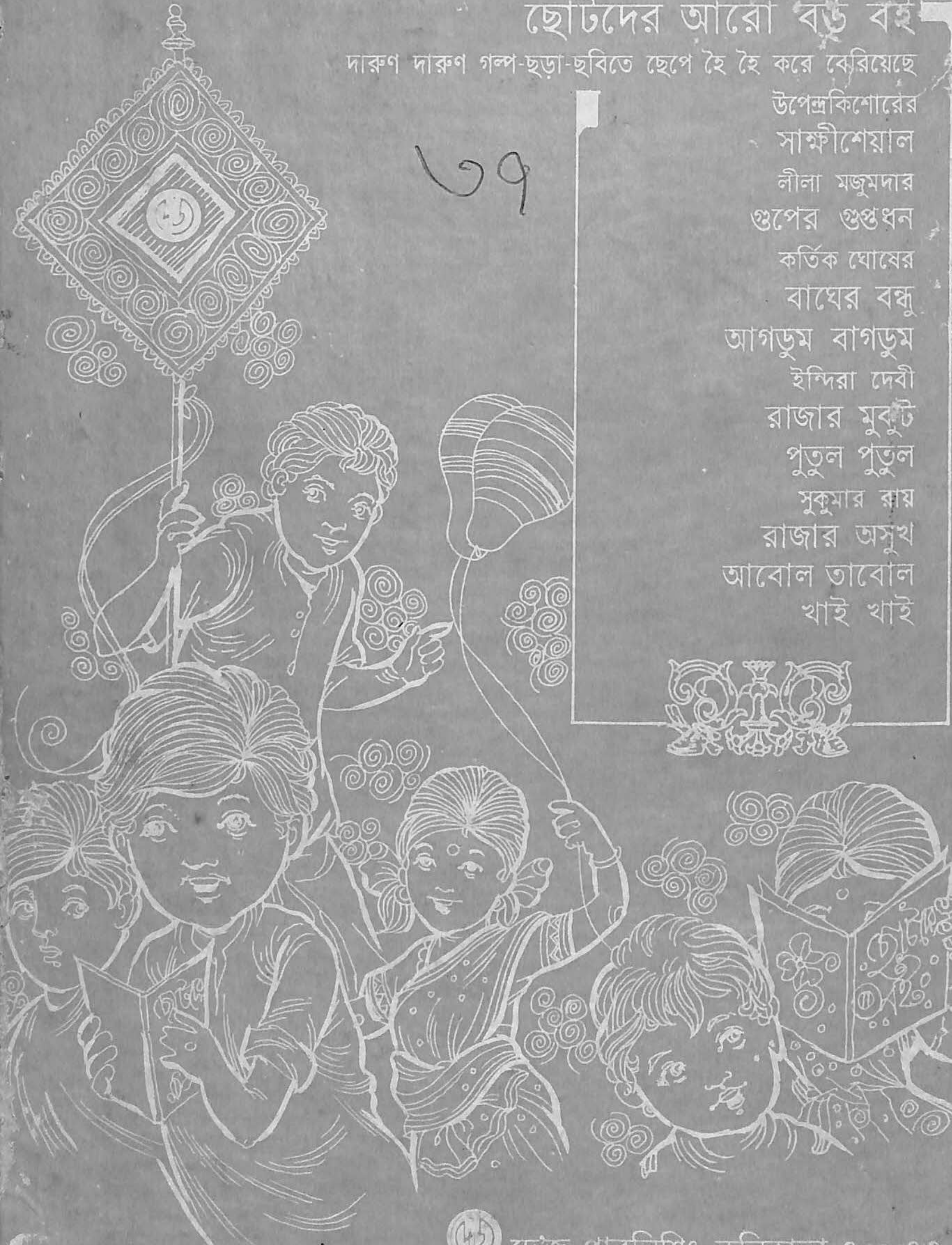
উপেন্দ্রকিশোরের
সাক্ষীশেয়াল

লীলা মজুমদার
গুপের গুপ্তধন

কর্তিক ঘোষের
বাঘের বন্ধু
আগডুম বাগডুম

ইন্দিরা দেবী
রাজার মুকুট
পুতুল পুতুল

সুকুমার রায়
রাজার অসুখ
আবোল তাবোল
খাই খাই



দে'জ পাবলিশিং কলিকাতা ৭০০০৭৩